



148053 - কোন প্রকার গান-বাজনা বা হারাম কাজে লিপ্ত না হয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে জন্মবার্ষিকী পালন করার হুকুম কি?

প্রশ্ন

আমার প্রশ্ন হচ্ছে- সপনে মলিাদুন্নবী বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে জন্মবার্ষিকী পালন করা প্রসঙ্গ।
আমরা নমিনোক্ত উদ্দেশ্যে এ উপলক্ষকে কাজে লাগই— একতাবদ্ধ থাকা, ভ্রাতৃত্ববোধ মজবুত করা, বাচ্চাদের একে অপরের সাথে পরিচিতি হওয়া, তাদের মাঝে পারস্পারিক সম্পর্ক তৈরী হওয়া, বাচ্চাদেরকে নিজ ধর্ম নিয়ে গৌরববোধের উপদশে দেওয়া এবং কারনভিল ও ভ্যালনেটাইন ডে এর মত যসেব বধির্মীয় উৎসব বাচ্চাদের মনমগজকে বকিত করে দেয়ে সগুলো থেকে তাদেরকে হফোযত করা।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সরিতগ্রন্থ লেখকগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামেরে জন্মতারিখ নিয়ে মতভেদে করছেন। তবে তারা একমত যে, হজিরী ১১ সালে ১২ই রবিউল আউয়াল নবী সাল্লাল্লাহু এর মৃত্যু দবিস। অথচ সাধারণ মুসলমানরো এ দিনটিকে “ঈদে মলিাদুন্নবী” আখ্যায়তি করে এ দিনটি উদযাপন করে থাকে।

বিস্তারতি জানতে [125690](#) নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

দুই:

ইসলামী শরিয়তে “ঈদে মলিাদুন্নবী” বলে কোন কিছু নাই। সাহাবায়ে করোম, তাবয়ীন কথিবা মুসলমি উম্মাহর ইমামগণ এ ধরণে কোন দবিস জানতেন না; থাকতো তাঁরা এমন কোন দবিস উদযাপন করবনে। বরঞ্চ বাতনৌপন্থী কিছু মূর্খ বদিাতি এটি উদ্ভাবন করেছে। পরবর্তীতে বশ্বিরে আনাচে-কানাচরে সাধারণ মুসলমানরো এ বদিআতটি পালন করে আসছে।

এ দিনটি উদযাপন করা যে বদিআত এ সম্পর্কে [10070](#) নং প্রশ্নোত্তরে বিস্তারতি আলোচনা করা হয়েছে।

তনি:

সুন্নাহপ্রমী কিছু কিছু ভাই আছেন যারা তাদের দেশে উদযাপতি এ অনুষ্ঠানাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন; তারা এ বদিআত থেকে বাঁচার জন্য নিজের পরিবার-পরিজনকে নিয়ে একত্রিত হন এবং এ উপলক্ষে বিশেষ খাবার রান্না করে সবাই মিলে একত্রে খান। এদের মধ্যে কউে কউে এ উদ্দেশ্যে নিজের বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদেরকেও একত্রিত করেন। আবার কউে কউে অন্য লোকদেরকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সারিত (জীবনী) পড়া ও দ্বীনি আলোচনা পশে করার ব্যবস্থা করেন। বদিশে ও বধির্মীদের দেশে আপনারা একতাবদ্ধ থাকা ও দ্বীনি চিন্তনকে উজ্জীবিত করার মত ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে যা করতে চাচ্ছেন সটো এ প্রকারের পরায়ুক্ত।

বাস্তবতা হচ্ছে- এ ভাল নিয়তগুলো এমন সমাবেশগুলোকে শরয়ি বৈধতা দিবে না। বরং এগুলো গ্রহণিত বদিআত; সটোই বলবৎ থাকবে। বরং আপনারা যদি উৎসব করতে চান তবে মুসলমানদের উৎসব হচ্ছে- ঈদুল ফতির ও ঈদুল আযহা এ দুইটি। যদি এর চয়ে বেশি উৎসব চান তবে জুমার দিনি আমাদের সাপ্তাহিক ঈদ বা উৎসব। জুমার দিনি আপনারা জুমার নামাযে একত্রিত হতে পারেন এবং দ্বীনি চিন্তা উজ্জীবিত করতে পারেন।

যদি আপনারা পক্ষ সটো সম্ভবপর না হয় তাহলে বছরে দিনের সংখ্যা অনেক; যেকোন সময় আপনারা সমবতে হতে পারেন; তবে বদিআত ঈদকে উপলক্ষ করে নয়। বরং যেকোন বৈধ উপলক্ষে হতে পারে যমেন- বয়রে অনুষ্ঠান কথিবা কোন ভোজ অনুষ্ঠান কথিবা কোন আককার অনুষ্ঠান কথিবা কোন ভাল কাজের অভিনির্দন জ্ঞাপনের অনুষ্ঠান। এ উপলক্ষগুলোর যেকোনটি আপনারা যেকোন উদ্দেশ্যগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন- পারস্পরিক যোগাযোগ রাখা, একতাবদ্ধ থাকা, দ্বীনি মিজাজ ধরে রাখা সগুলো বাস্তবায়নের জন্য হতে পারে।

মলিাদুননী উপলক্ষে এ জাতীয় নিয়ত নিয়ে সমবতে হওয়ার হুকুম সম্পর্কে আলমেগণের কিছু ফতোয়া নমিনরূপ:

১। ইমাম আবু হাফস তাজুদ্দিন আল-ফাকহিনি (রহঃ) নানা প্রকার মলিাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন: ক. ব্যক্তিতার নিজের অর্থ খরচ করে তার পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে মলিাদ পালন করা, এ সমাবেশকে শুধু খাবার গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, এছাড়া অন্য কোন গুনাহতে লিপ্ত না হওয়া। ইতিপূর্বে আমরা যেকোন বদিআতের কথা উল্লেখ করেছি এটাই হচ্ছে সের গ্রহণিত ও ঘৃণিত বদিআত। কারণ পূর্ববর্তী কোন সলফে সালহীন, ইসলামের ফকীহগণ, যামানার সূর্য আলমেগণ এসব পালন করেননি।[আল-মাওরদে ফি আমাললি মাওলদি, পৃষ্ঠা-৫]

২। ইবনুল হাজ্জ আল-মালকী (রহঃ) গান-বাজনা ও নারী-পুরুষের অবাধ মলোমশো এ জাতীয় শরয়িত গ্রহণিত কার্যাবলী মুক্ত মলিাদুননী পালনের হুকুম সম্পর্কে বলেন: যদি এ থেকে মুক্ত হয়, শুধুমাত্র খাবারের আয়োজন করা হয়, এর দ্বারা মলিাদ বা রাসূলের জন্মদিন পালনের নিয়ত করা হয়, এ উদ্দেশ্যে বন্ধুমহলকে দাওয়াত করা হয় এবং ইতিপূর্বে উল্লেখিত বিষয়াবলী থেকে মুক্ত হয় তদুপরিশুধু এ নিয়তের কারণে এটি পালন করা বদিআত। কনেনা এটি পালন করা ইসলামী শরয়িতে একটি নতুন সংযোজন; যা পূর্ববর্তী সলফে সালহীন পালন করেননি। সলফে সালহীন যেকোন অবস্থায় ছিলেন সটো থেকে কোন কিছু না

বাড়িয়ে তাদরে অনুসরণ করাই উত্তম; বরং অপরহির্য। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহ অনুসরণ ও সুন্নাহর প্রতিসম্মান প্রদর্শনে তাঁরা ছিলেন সর্বাধিক আগ্রহী। এক্ষেত্রে তাঁদরে অগ্রবর্তিতা সাব্যস্ত। তাঁদরে কউে মলিাদ পালন করছেন মরমে জানা যায় না। আমরা হচ্ছি তাঁদরে অনুগামী। যা কিছু তাদরে জন্য যথেষ্ট ছিল সটো পালন করা আমাদের জন্যও যথেষ্ট। জ্ঞানগত ক্ষেত্রে ও আমলী ক্ষেত্রে তাঁদেরকেই অনুসরণ করতে হবে এটা জ্ঞাত বিষয়; যমেনটি শাইখ ইমাম আবু তালবে আল-মাক্কী (রহঃ) তাঁর লখিতি গ্রন্থে উল্লেখ করছেন। [আল-মাদখাল, ২/১০]

৩। তিনি আরও বলেন: কউে কউে এটি থকে- অর্থাৎ হারাম কিছু শ্রবণ থকে- বরিত থাকনে। এর বদলে সহি বুখারী কথিবা অন্য কিছু পড়ার মাধ্যমে মলিাদ পালন করনে। হাদসি পড়া বড় নকীর কাজ ও ইবাদত, হাদসি পড়ার মধ্যে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ ও অটলে বরকত; তবে এ পড়া যদি হয় শরয়িতসম্মত পদ্ধতি ও শর্ত মতোবকে; মলিাদ পালনের নিয়তে নয়। আপনি দেখেছেন না— নামায সবচেয়ে বড় নকীর কাজ; তা সত্ববে কউে যদি শরয়িতরে অনুমোদনহীন সময়ে নামায আদায় করে সটো নিন্দনীয় ও গ্রহিত। যদি নামাযের ক্ষেত্রে এমন বধিান হয় তাহলে অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে কমন হবে? [আল-মাদখাল ২/২৫]

সারাংশ:

আপনারা যসেব উদ্দেশ্যেরে কথা উল্লেখ করলনে- একতাবদ্ধ থাকা, উপদেশে ও দকিনরিদশেনা দয়ো ইত্যাদি উদ্দেশ্যেরে পরপ্রিক্ষেতিও এ ধরণেরে সমাবশে করা আপনাদেরে জন্য জাযয়ে হবে না। এ উদ্দেশ্যগুলো আপনারা অন্য কোন সময় বাস্তবায়ন করতে পারনে। আপনারা বছরেরে যে কোন সময় সমাবশে করতে পারনে। আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যনে আপনাদেরকে ভাল কাজ করার তাওফিক দনে এবং আপনাদেরে জন্য হদোয়তে ও তাওফিকেরে পরধি বাড়িয়ে দনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।